ইত্তেফাক

তারিখ ... 3/1/85 ...
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম ... 2 ...

দেশের কয়েকটি কলেজ সমস্যার আবর্তে ॥ শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন

বিভিন্ন এলাকার বেশ কয়েকটি কলেজে নানা সমস্যা বিরাজ করায় ঐ সকল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটিতেছে।

মানিকগঞ্জ হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, মানিকগঞ্জ জেলার কয়েকটি কলেজ আর্থিক সংকটসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। হরিরামপুর উপ-জেলার কৌড়ী কলেজ, দৌলতপুর উপ-জেলার মতিলাল কলেজ, বাচামারা কলেজ, শিবালয় উপ-জেলার মহাদেবপুর কলেজ, সিঙ্গাইর উপ-জেলার সিঙ্গাইর কলেজ, সাটুরিয়া উপ-জেলার দরগ্রাম কলেজ এবং ঘিওর উপ-জেলার তেরশ্রী ও ঘিওর কলেজে সমস্যার অন্ত নাই। প্রায় প্রতিটি কলেজই আর্থিক সমস্যার মধ্য দিয়া কোন রকমে টিকিয়া আছে। কোন কোন কলেজের শিক্ষকদের কয়েক মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছে। বিভিন্ন কলেজে প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও অন্যান্য আবাবপত্রের অভাব, প্রয়োজনীয় কক্ষের অভাব, বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি, লাইব্রেরীতে বই-পুস্তকের অভাব, ছাত্রাবাস, শিক্ষক কোয়ার্টার, কমনরুম, শৌচাগার সমস্যাসহ হাজারো সমস্যা রহিয়াছে। মানিকগঞ্জ শহরের একমাত্র মহিলা কলেজটিতেও সমস্যার অন্ত নাই। কলেজটি আজও সরকারীকরণ করা হয় নাই। এদিকে সরকারী দেবেন্দ্র কলেজে ছাত্রাবাস, ডাইনিং, বাথরুম, পায়খানা-প্রস্রাবখানা ও মিলনায়তন সমস্যাসহ বহু সমস্যা রহিয়াছে।

আমাদের নাটোরের সংবাদদাতা জানান, ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত নলডাঙ্গা শহীদ নজমুল হক কলেজে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের খুবই অভাব রহিয়াছে। কলেজ ভবন অর্ধ নির্মিত থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্লাষ্টারবিহীন কক্ষে ক্লাস করিতে হয়। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হইতেছে না। কলেজের নিজস্ব সম্পত্তি হইতে বৎসরে গড়ে মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকা আয় হয়। ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা, ঠিকমত চাষাবাদ করা

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

লেখাপড়ায় বিঘ্ন

(৩য় পৃঃ পর)

হইলে কলেজের নিজস্ব পুকুর ও জমি হইতে বৎসরে লক্ষাধিক টাকা আয় হইতে পারে।

বরগুনা হইতে ইত্তেফাক সংবাদদাতা জানান, বরগুনা সরকারী কলেজে শিক্ষকের অনেকগুলি পদ শূন্য রহিয়াছে। '৮০ সালের ঝড়ে বিধ্বস্ত কলেজের ছাত্রাবাস এখনও পুনঃ নির্মাণ করা হয় নাই। টিনের ঘরে কলেজের ক্লাস চলে। বর্ষার সময় টিনের ছিদ্র দিয়া পানি পড়ার ফলে মেঝে কর্দমাক্ত হইয়া যায়। কলেজে বিএসসি কোর্স চালু করা দরকার। কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেরানী নাই। ডেমনষ্ট্রেটরের অভাব রহিয়াছে। শিক্ষকদের জন্য কোয়ার্টারের ব্যবস্থা নাই। স্থানাভাবে লাইব্রেরী নির্মাণ করা হয় নাই। বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। অধ্যক্ষের কোয়ার্টারটি বসবাসের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

মাদারীপুর হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, রাজৈর কলেজে প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা দুর্ভোগ পোহাইতেছে। জরুরী ভিত্তিতে শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। আর্থিক সংকটের দরুন কলেজের বিভিন্ন কাজে অসুবিধা হইতেছে। ছোট কমনরুমে ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় না।

কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র না থাকায়

মাধবপুর (হবিগঞ্জ), হইতে ইত্তেফাক সংবাদদাতা জানান, মাধবপুর উপজেলার একমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনতলা শাহজালাল কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র না থাকায় পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রতিবছর হবিগঞ্জ কেন্দ্রে গিয়া দুর্ভোগ ও হয়রানির মধ্যে পরীক্ষা দিতে হইতেছে। মনতলা কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত আবেদনপত্রটি কিছু আপত্তির মুখে জেলা প্রশাসনের হাতে আটকা পড়িয়া আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মহিলা কলেজের দ্বারোদঘাটন

এদিকে গত ৪ঠা ডিসেম্বর মাদারীপুরের জেলা প্রশাসক জেলার একমাত্র মহিলা মহাবিদ্যালয় 'সুফিয়া মহিলা কলেজের' দ্বারোদঘাটন করেন। এই উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজে ইতিমধ্যেই প্রায় দেড়শত ছাত্রী ভর্তি হইয়াছে।